

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩৬তম সভার রেকর্ড নোটস।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৩৬তম সভা ১৬/১০/২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নতুন যোগদানকারীদের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৫তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ে ৩৫তম সভা হতে ৩৬তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	প্রাচল্য রপ্তানিকারকগণের জন্য Digital PRC চালুকরণ প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	এফইওডির পক্ষ হতে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রাচল্য রপ্তানিকারকগণের বিভিন্ন সরকারী সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্তে Proceed Realization Certificate এর একটি সাব-মডিউল ইতোমধ্যেই Online Import Monitoring System-এ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তৈরীকৃত সাব-মডিউলটি লাইভ করার পূর্বে ব্যাংকগুলো কর্তৃক রিপোর্টসমূহের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাপূর্বক তৈরীকৃত মডিউল এর কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা তা যাচাইকরতঃ তা এফইওডিকে অবহিত করার জন্য ব্যাংকসমূহকে ইতোপূর্বে ই-মেইলে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোন মতামত থাকলে আগামী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তা এফইওডিকে অবহিত করার জন্য সভাপতি এডি ব্যাংক প্রতিনিধিদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০২.	আমদানি বিলের দায় ব্যাংকের নিজ উৎস থেকে পরিশোধ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের নামে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি না করা প্রসঙ্গে।	ডিএফইআই, বাংলাদেশ ব্যাংক	ডিএফইআইয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী নস্ট্রো হিসাব হতে আমদানি দায় পরিশোধের পর গ্রাহকের সংশ্লিষ্ট ফান্ডেড ঋণের লিমিট না থাকলেও গ্রাহকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছে বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে তার বিপরীতে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে অনেক ব্যাংক ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করতে অত্যাধিক বিলম্ব করছে। এডি শাখাসমূহ এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করে যে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে পরিচালনা পর্ষদ/প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি/অনুমোদন প্রয়োজন হয় বিধায় গ্রাহকের অনুকূলে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করতে বিলম্ব হয়। আমদানি দায় পরিশোধের পরও গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ সৃষ্টি করা না হলে ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটে ঋণ ও অগ্রীমের আওতায় প্রদর্শিত হয় না এবং তার বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় না। ফলশ্রুতিতে, ব্যাংকের প্রতি	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

			সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের দায়-দেনার (Liability Position) সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হয় না এবং গ্রাহকের ঋণ-ঝুঁকিও (Credit Risk) সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। আমদানি দায় পরিশোধের পরও ঋণ সৃষ্টি না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রাহকের ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ এড়ানো হয় মর্মে প্রতীয়মান হয় মর্মেও ডিএফইআইয়ের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। তাছাড়া, শাখা পর্যায়ে ফোর্সড লোন সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকায় ফোর্সড ঋণ সৃষ্টিতে বিলম্ব হয়ে থাকে মর্মেও আলোচনায় উঠে আসে। সার্বিক আলোচনান্তে, বিষয়টি বিআরপিডি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা ব্যাংকার্স সভায় উত্থাপনের জন্য উক্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৩	রপ্তানি পণ্যের Over Shipment এর মাধ্যমে অর্থপাচার প্রতিরোধে GFET- এ প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসঙ্গে।	ডিএফইআই, বাংলাদেশ ব্যাংক	ডিএফইআইয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET), 2018, Vol- 1, Chapter-8, Para-10 (iv) এ রপ্তানিপণ্যের Under-invoicing প্রতিরোধে ব্যাংকসমূহকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোন সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করার জন্যও ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু, রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিপণ্যের ইউনিট প্রতি ওজন উক্ত পণ্যের স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দেখিয়ে রপ্তানি কার্যক্রমের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি সভাকে বলেন যে, এরূপ বিষয়গুলো trade based money laundering এর সাথে সম্পর্কিত। সার্বিকভাবে, Over shipment এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে যথাবিহিত সচেতন ও সতর্ক করার বিষয়ে এডি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল ব্যাংক
০৪.	ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বিদ্যমান মুদ্রার সাথে অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে সৌদি রিয়াল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসঙ্গে।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	প্রবাসীদের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সৌদি আরবে ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করেন এবং এ সকল দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে মর্মে উল্লেখ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুদ্রা ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে তালিকাভুক্ত নয়। তাই ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সৌদি রিয়াল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহামকে সাধারণ প্রাধিকারভুক্ত করার জন্য ব্যাংকটির প্রতিনিধি সভাকে অনুরোধ করেন। সার্বিক আলোচনান্তে, বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক এফইপিডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	একাউন্টস শাখা, এফইপিডি, ডিভিশন-২, বাংলাদেশ ব্যাংক।
০৫.	নিবন্ধিত আমদানিকারক কর্তৃক মিডিয়ার (Magnetic Media/Optical Media) মাধ্যমে সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার লাইসেন্স	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর অধ্যায় পঞ্চম, প্যারা ২৫(১১) অনুযায়ী নিবন্ধিত আমদানিকারক কর্তৃক মিডিয়ার (Magnetic Media /Optical Media) মাধ্যমে সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার লাইসেন্স আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ছাড়পত্র সাপেক্ষে সংগঠনের সুপারিশক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ছাড়পত্রের সহিত সংগঠনের সুপারিশ সম্পর্কিত দলিল প্রয়োজন আছে কিনা;	সকল ব্যাংক

	আমদানি প্রসঙ্গে।		যদি প্রয়োজন হয় তা হলে সংগঠন বলতে BASIS এর অনুমোদন/সুপারিশ চূড়ান্ত কি না এই মর্মে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা চেয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিরা এই মর্মে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সফটওয়্যার/সফটওয়্যার লাইসেন্স আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত সফটওয়্যারের প্রকৃতি/মান/সঠিকতা এবং প্রকৃত বাজারমূল্য নিরূপণ করার জন্য অনুরূপ কাজে দক্ষ ও যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় ই-ডেলিভারী পদ্ধতিতে আমদানির ক্ষেত্রে বেসিস এর প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃক গুন্ডায়ন সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধ হয়ে থাকে। আমদানি নীতি আদেশে আলোচ্য বিষয়ে সংগঠনের বিষয়ে কোন নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায় না। তবে আইপিও-র ২য় অধ্যায়ের ৮(১২-ক) অনুচ্ছেদে সকল আমদানির ক্ষেত্রে সংগঠনের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে, যা অনুসরণীয় হওয়া বাধ্যতামূলক মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৬.	ফ্রেইট সার্টিফিকেট-এ প্রাসঙ্গিক EXP-এর ডুপ্লিকেট রিপোর্টিং থেকে তথ্য প্রবাহ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ০৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের SPA সার্কুলার নং ৩ অনুযায়ী, OEMS থেকে ফ্রেইট সার্টিফিকেট (Form FF- Export Prepaid) ইস্যু করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে EXP-এর পরিবহন নথি সংক্রান্ত তথ্য ম্যানুয়ালি ইনপুট দেওয়া হচ্ছে এবং এক্ষেত্রবিশেষে টাইপিংজনিত ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে; যা পরবর্তীতে BB Ticket এর মাধ্যমে সংশোধন করতে হয়। যেহেতু ডুপ্লিকেট রিপোর্টিং এর পরে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়, অতএব, ডুপ্লিকেট রিপোর্টিং থেকে EXP-এর তথ্য প্রবাহিত হলে সঠিক তথ্য সম্বলিত ফ্রেইট সার্টিফিকেট ইস্যু করা সহজ হবে মর্মে উল্লেখ করে ব্যাংকটির প্রতিনিধি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা কামনা করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত এফইওডির প্রতিনিধি বলেন, OEMS থেকে ফ্রেইট সার্টিফিকেট (Form FF- Export Prepaid) ইস্যুর বিষয়টি মাত্র ০১(এক) বছর পূর্বে শুরু হয়েছে। এফইওডি বিষয়টির প্রায়োগিক নানাবিধ বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করছে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে আইসিটি বিভাগের সাথে কাজ করছে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে এতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্তন করে এফইওডি হতে সময়ে সময়ে ব্যাংগুলোকে অবহিত করা হবে মর্মেও এফইওডির পক্ষ হতে সভাকে অবহিত করলে সভাপতি এডি ব্যাংককে এফইওডির পরামর্শ অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। একইসাথে প্রস্তাবিত বিষয়টি এফইওডি কর্তৃক পরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল ব্যাংক ও এফইওডি
০৭.	কাগজের ব্যবহার কমিয়ে বিভিন্ন অনুমোদন প্রক্রিয়ার ডিজিটাল রূপান্তর ও গ্রীন ব্যাংকিং ত্বরান্বিত করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন এবং স্পষ্টতা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের FEPD এবং FEOD-এর কাছে হার্ডকপিতে আবেদন করতে হয়ঃ যেমন ডিরেক্ট কনসাইনি পরিবহন নথির অনুমতি, বিদেশী গ্যারান্টি ইস্যু করার অনুমোদন, ডিসকাউন্ট কমিটির অনুমোদন, ইএক্সপি এবং বিল অফ এন্ট্রি টাইম এক্সটেনশন ইত্যাদি। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং বাংলাদেশ	

			<p>ব্যাংকের সেন্ট্রাল ডেসপাস ডেস্ক থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিছু জটিল কেইস থাকে যেখানে জরুরীভাবে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। যেকোনো মহামারী এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো পরিস্থিতিতে, হার্ডকপি নথিসহ আবেদন করতে অসুবিধা তৈরি হয়। এসব ক্ষেত্রে যদি প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথিসহ আবেদনগুলি অনলাইন পোর্টালে আপলোড করার ব্যবস্থা করা যায় এবং অনলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদন দেওয়া হয়, তাহলে গ্রাহকের জরুরী চাহিদার সমাধান হবে এবং সর্বোপরি কাগজের ব্যবহার কমিয়ে বাংলাদেশে গ্রীন ব্যাংকিং এর নতুন মাইল ফলক অর্জনে সাহায্য করবে মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চেয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে এফইওডি হতে বলা হয় যে, ইএক্সপি এবং বিল অফ এন্ট্রি টাইম এক্সটেনশন এর ক্ষেত্রে খুবই মিনিয়াম কাগজপত্র নেয়া হয় এবং দ্রুততার সাথেই কেইস নিষ্পত্তি করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি প্রতিনিধি অভিমত দেন যে, বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এফইপিডি বিভিন্নভাবে কাগজপত্র কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। সভার সভাপতি যথাসম্ভব কাগজের ব্যবহার কমিয়ে কেইস নিষ্পত্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দেন।</p>	
০৮.	<p>টেন্ডার নথি এর বিকল্প হিসেবে ক্রয় আদেশের বিনিময়ে গ্যারান্টি ইস্যু করা প্রসঙ্গে।</p>	<p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক</p>	<p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, GFET, Chapter-16, Para-8(iii) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়াই এডি ব্যাংকগুলো বাংলাদেশী রপ্তানিকারকদের জন্য বিদেশী ক্রেতাদের অনুকূলে পারফরম্যান্স বন্ড বা গ্যারান্টি প্রদান করতে পারে। তবে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক প্রণীত দরপত্রে যদি ব্যাংক গ্যারান্টি/পারফরম্যান্স বন্ড নেয়ার শর্তযুক্ত থাকে তবেই এই ধরনের পারফরম্যান্স বন্ড বা গ্যারান্টি ইস্যু করা হয়। অনেক সময় বিদেশী ক্রেতার কোনো টেন্ডার দেয় না বরং রপ্তানিকারকদের সরাসরি ক্রয় আদেশ প্রদান করে। কোন টেন্ডার নথি না দেখেই এইরূপ ক্রয় আদেশের বিপরীতে এই ধরনের গ্যারান্টি দেয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে নির্দেশনার জন্য ব্যাংকটির প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, প্রচলিত নির্দেশনা সাধারণ আমদানিকারক কর্তৃক যাচিত পারফরম্যান্স বন্ড বা গ্যারান্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে অগ্রিম পরিশোধিত রপ্তানিমূল্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্যারান্টি ইস্যুর ক্ষেত্রে নীতিগত বাধা থাকে না। সার্বিক আলোচনান্তে GFET এর Chapter-16, Para-8(iii) পর্যালোচনান্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রস্তাবনার বিষয়ে এফইপিডি কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<p>নন-ফান্ডেড বিজনেস পলিসি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।</p>
০৯.	<p>একাধিক রপ্তানিচুক্তি একটি রপ্তানি এলসির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে।</p>	<p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক</p>	<p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় একটি রপ্তানি চুক্তি একটি Master রপ্তানি এলসিতে প্রতিস্থাপন করার সুযোগ রয়েছে; কিন্তু বর্তমান আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম এবং বিদেশি আমদানিকারকদের ক্রয়াদেশের প্রেক্ষিতে অনেক রপ্তানিকারক থেকে একাধিক রপ্তানি চুক্তি একটি রপ্তানি এলসির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার</p>	<p>এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।</p>

			<p>অনুরোধ পাওয়া যায়। বর্তমানে Portal এ তা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই মর্মে উল্লেখ করে ব্যাংকটির প্রতিনিধি এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে বিদ্যমান ব্যবস্থায় এ সুযোগ রয়েছে তবে, বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্নভাবে ডেটা ইনপুট দিচ্ছে। সার্বিকভাবে ডেটা ইনপুটের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি এফইওডিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	
১০.	<p>স্টুডেন্ট ফাইলের রিফান্ড/বাতিলের ক্ষেত্রে বিনিময় হার প্রদান প্রসংগে।</p>	<p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড</p>	<p>বিবি-এডি ফোরামের ৩৩তম সভার রেকর্ডনোটসে উল্লেখিত ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করলে এফইপিডির ডিভিশন-১ এর পরিচালক মহোদয় বিষয়টি লেনদেন/ট্রানজেকশন তারিখের বৈদেশিক মুদ্রা-টাকার এক্সচেঞ্জ রেইট (TT Clean) অনুসারেই নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে সভাকে অবহিত করেন এবং সভার সভাপতি অনুরূপ বিষয়ে তা অনুসৃত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।</p>	<p>সকল ব্যাংক</p>

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন)

আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম

ও

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

